



202017 - “আল্লাহুম্মা বারকি লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লগি না রমজান” হাদিসটি সহি নয়; দুর্বল

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই- রজব মাসে প্রথম রাত্রিতে বলতে হয় এমন কোন নির্দিষ্ট দু'আ আছে কি? দু'আটি হচ্ছে- “আল্লাহুম্মা বারকি লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লগি না রমজান।” আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে সহি হাদিসের উপর অটল রাখেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রজব মাসে ফজলিতরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছ থেকে কোন বর্ণনা সহি সাব্যস্ত হয়নি।
দেখুন [75394](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“রজব মাসে ফজলিতরে ব্যাপারে কোন সহি হাদিস বর্ণিত হয়নি। ‘রজব’ মাসের আগে মাস ‘জুমাদাল আখরো’ মাসের উপর রজব মাসের ভিন্ন কোন মর্যাদা নেই; শুধু এইটুকু রজব মাস হারাম মাসগুলোর একটি। রজব মাসে বিশেষ কোন রোজা নেই। বিশেষ কোন নামাজ নেই। বিশেষ কোন উমরা নেই। অন্য কোন ইবাদত নেই। রজব মাস অন্য যে কোন মাসের মতোই।” সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ’ (২৬/১৭৪)]

দুই:

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ ‘যাওয়াদিল মুসনাদ’ (২৩৪৬) এ, তাবারানি তাঁর ‘আল-আওসাত’ (৩৯৩৯) এ, বায়হাকি তাঁর ‘শুয়াবুল ঈমান’ (৩৫৩৪) এ, আবু নুআইম তাঁর ‘আল-হলিয়া’ গ্রন্থে যায়দো বনি আবু রকাদ এর সূত্রে তিনি বলেন: যায়দ আল-নুমাইরি, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যখন রজব মাস প্রবশে করত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: “আল্লাহুম্মা বারকি লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্লগি না রমজান”(অর্থ-হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দনি)। এ হাদিসটির সনদ বা সূত্র দুর্বল। সনদে বর্ণনাকারী যায়দ আল-নুমাইরি যযীফ (দুর্বল)। ইবনে মাঈন তাকে যযীফ আখ্যায়িত করছেন। আবু হাতিম বলছেন:



তাকে দিয়ে দললি পশে করা যাবে না। ইবনে হবিবান তাকে দুর্বলদরে বই এ উল্লেখ করে বলছেন: তাকে দিয়ে দললি পশে করা যাবে না।[মযানুল ইতদাল (২/৯১)]

বর্ণনাকারী যায়দি বনি আবু রকাদ আরও যয়ীফ (দুর্বল)। আবু হাতমি বলেন: তিনি যয়াদ আল-নুমাইরি এর সূত্রে আনাস (রাঃ) থেকে বেশে কিছু মারফু হাদিস বর্ণনা করছেন যগুলো ‘মুনকার’। এমন হাদিস আমরা তার সূত্রে অথবা যয়াদ এর সূত্রে জানি না। বুখারি বলেন: ‘মুনকার উল হাদিস’। নাসাঈ বলেন: ‘মুনকার উল হাদিস’। নাসাঈ ‘আল-কুনা’ গ্রন্থে বলেন: ‘তিনি ছকিহ (নরিভরযোগ্য) নন’। ইবনে হবিবান বলেন: ‘বখিয়াত রাবীদরে থেকে মুনকার (অখ্যাত) হাদিস বর্ণনা করেন। তার হাদিস দিয়ে দললি দয়ো যাবে না। তার হাদিস অন্য হাদিসের সহায়ক হাদিস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।’ ইবনে আদি বলেন: ‘তিনি আল-মুকাদ্দামি ও অন্যদের থেকে ‘ইফরাদ’ হাদিস বর্ণনা করেন। তার কিছু হাদিস সমালোচিত।’[তাহযবিত তাহযবি ৩/৩০৫-৩০৬]

ইমাম নববী তাঁর ‘আল-আযকার’ গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-১৮৯) এ, ইবনে রজব তাঁর ‘লাতায়ফুল মাআরফি’ (পৃষ্ঠা- ১২১) এ এবং আলবানি তাঁর ‘যয়ফিল জামে’ (পৃষ্ঠা-৪৩৯৫) এ হাদিসটিকে ‘যয়ফি’(দুর্বল) আখ্যায়িত করছেন।

হাইছামি বলেন: বায্যার হাদিসটি বর্ণনা করছেন। হাদিসটির সনদে ‘যায়দি বনি আবু রকাদ’ রয়েছে। বুখারি বলেন: হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে অখ্যাত এবং অনেকে ইমাম তাকে ‘মাজহুল’ (অপরচিত) বলছেন।[মাজমাউল যাওয়দে (২/১৬৫)]

হাদিসটি দুর্বল; তদুপরি এ হাদিসের মধ্যে এমন কোন দললি নই যা প্রমাণ করবে যে, রজব মাসের প্রথম রাত্রিতে এটি বলা হবে। বরং এটি বরকতের জন্য সাধারণ দু’আ। এ দু’আ রজব মাসে বা রজব মাসের আগের বলা যাবে।

তনি:

পক্ষান্তরে কোন মুসলমানের রমজান মাস পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছ দু’আ করতে কোন অসুবিধা নই। হাফযে ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: ‘মুয়াল্লা বনি ফজল বলেন তাঁরা ছয়মাস দু’আ করতেন রমজান মাস পাওয়ার জন্য এবং ছয়মাস দু’আ করতেন তাদের আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য।’ ইয়াইয়া বনি কাছরি বলেন: তাদের দু’আর মধ্যে ছিল ‘হে আল্লাহ! আমাকে রমজান পর্যন্ত নরিপদ রাখুন। রমজানকে আমার জন্য নরিপদ করুন এবং রমজানকে আমলগুলো কবুল করে আমার কাছ থেকে রমজানকে বদায় করবেন।’[লাতায়ফুল মাআরফি (পৃষ্ঠা- ১৪৮) থেকে সমাপ্ত।

শাইখ আব্দুল করমি আল-খুদাইরকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

‘আল্লাহুম্মা বারকি লানা ফি রজব ও শাবান ওয়া বাল্গি-না রমজান’ হাদিসটির শুদ্ধতা কি?

তনি জবাবে বলেন: এ হাদিসটি সাব্যস্ত নয়। কিন্তু কোন মুসলমি যদি রমজান পাওয়ার জন্য, রোজা পালন ও কয়াম সাধনার



তাওফকিরে জন্য এবং লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য দু'আ করে অর্থাৎ সাধারণ দু'আ করে- ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নাই।[শাইখরে ওয়বে সাইট থেকে সংকলিত।

আল্লাহই ভাল জানেন।